ঝিনাইদহে ২৫ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে জাতীয় নজরুল সম্মেলন

ঝিনাইদহে আগামী ২৫ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় নজরুল সম্মেলন। গতকাল সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এ তথ্য জানান।

‘নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন, সংরক্ষন, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২৫ জানুয়ারি সকালে র‌্যালী ও আলোচনার মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম।

৩ দিন ব্যাপী এ সম্মেলনে আলোচনা সভা, সংগীত পরিবেশনসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক ছাড়াও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রবিউল ইসলাম ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানসহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র /ইএম

স্বপ্ন আঁখি — — অভি দে শিবা

আমি যদি পক্ষী হতাম
বড্ড ভালো হতো,
দেশ বিদেশে ছুটে যেতাম
নিজের ইচ্ছে মতো।
নীল আকাশে ঘুরতাম আমি
সাগর পাড়ি দিতাম,
ডিক-বাজিতে এক নিমিষে
সবার খবর নিতাম।
অরণ্যতে কাটতো বেলা

বন্ধুদের ঐ সাথে ,
বৃক্ষ মাঝে প্রাণ জুড়াতাম
কিরণ রাঙা প্রাতে ।
প্রতি প্রাতে রবির আলোয়
ডানা মেলে উড়তাম ,
বাউল গানের সুর ধরিয়া
শহর বন্দর ঘুরতাম।
আজকে আমি বদ্ধ ঘরে
ডানা ছাড়া পাখি ,
হৃদের আশা হৃদে গাঁথা
বন্ধ স্বপ্ন আঁখি।

বৃদ্ধাশ্রম - রাকিবুল ইসলাম কবি

দশমাস তোরে গর্ভে ধরে
কী পাপ করেছি ?
তুই যে ছিলি সাত রাজার ধন
কত তাসবি পড়েছি !

না খেয়ে যে কত দিবস
জুগিয়েছি টাকা ,
আদর , স্নেহ , ভালোবাসা
সব কী ছিল ফাঁকা ?

নিজের হাতে খোকা যখন
পারতিস না রে খেতে ,
আমায় ভুলে এখন থাকিস
যোগ বিয়োগে মেতে।

আমি এখন সুখেই আছি
বাড়ি বৃদ্ধাশ্রম ,
সুখে থাক বাবা অট্টালিকায়
হয়না যেন ভ্রম।

শীতের রাতে যখন খোকা
থাকতো বুকের পরে ,

সেই বুকেরি ব্যথায় কেন
অশ্রু এখন ঝরে ?

বাবা আমি সুখেই আছি
কাঁদে না আর মন ,
কবে যে তুই বৃদ্ধ হবি
ভাবি সারাক্ষণ।

পাশে একটু জায়গা আছে
তোরি জন্য রাখা ,
বাঁচায় যদি রাখে দয়াল
হবে হেথায় দেখা।

তৃষা , সুচি বলে বাবাক
দাদা -দাদি কোথায় ,
দীর্ঘ নিঃস্বাস শিপুর বুকে
কাঁদে করুন ব্যথায়।

শিপু -সুজাতা বৃদ্ধ এখন
পারেনা তো চলতে ,
পাথর চাপা কষ্ট বুকে
তাও পারেনা বলতে।

বছর ত্রিশ পরে পেল
মায়ের কাছে ঠায় ,
চোখাচোখি হয়না কথা
শুধুই যে বিস্ময়।

মাঝে মাঝে মন চায় - হাসিনা হারভীয়া

মাঝে মাঝে মন চায় দূরে কোথাও হারিয়ে যাই ,
সাগরের পথ ধরে সেখানে থাকবে শুধু -

সবুজে সবুজে ঘেরা পৃথিবী ,
যে পৃথিবী আমার দিকেই চেয়ে থাকবে আর শিশির জলে
ঘাসের উপর বিন্দু বিন্দু ফোটা গুলো হাসবে।

আকাশে পাখিরা ডানা মেলে উড়ে যাবে .
মাঝে মাঝে মন চায় বলতে মেঘেদের
আমারো মন চায় ভেসে যেতে মেঘ হয়ে !
নীল আকাশে দিগন্তের হাত ধরে ,
আমি বুঝিনা ভালোবাসার গভীরতা কতটা ?
তবুও ভালোবাসতে মন চায় সবুজ পৃথিবীকে।

আমার হারিয়ে যেতে মন চায় ,
সোনালী ফসল গুলো বুকে করে নৌকার পাল ধরে
মন বারবার চায় দূরে কোথাও হারিয়ে যাই।
এই মন চায় নদীর কুলে কুলে সেথায়।

শীত সময়ে - জুলফিকার আলী

শীত সময়ে ঘরে ঘরে
পিঠাপুলির আমেজে ,
বাঁধাকপি , ফুলকপি আর
সবজি কত নামে যে।

ধনেপাতা , বরবটি , শিম
রান্নায় এমন পর্বটি ,
শীতে এসব সবজি বাড়ায়
পৌষ -মাঘের গর্বটি।

মাঠজুড়ে যে টমেটো আর
আছে মটরশুঁটি যে ,
সর্ষেবনে মৌমাছি আজ
নিচ্ছে মধু লুটি যে।

খেজুর রস আর গাছেতে কুল

ভরা সেই পুষ্টিতে ,
শীতের সময় এসব খাব
আনন্দ আর তুষ্টিতে।

বন্ধু - গোলাম মোর্শেদ চন্দন

যে চোখেতে আলো দেখি
দেখি অন্ধকার।
সেই চোখেই তোমায় দেখে
হলাম একাকার।
বন্ধু তুমি বন্ধু হবে
বন্ধু যে আমার।।

আমার বন্ধু ইস্কুলে যায়
আমি ঘরে বন্দি।
অপেক্ষাতে সারাটা দিন
দিলাম জবানবন্দি।
এমন বন্ধু ক ’জনে পায়
হয় সে নিরাকার।।

আকারে সে যতোই কাছে
নিরাকারে বেশি।
মাঝখানে এক অতল নদী
বড়োই এলোকেশী।।

এলোকেশী সময়গুলো
ডাক দিলে আমায়।
বলছি আবার আসলে ফিরে
কি দিবো তোমায় ?
তোমার আমার ভালোবাসা
নয় তো হারাবার।।

রূপ - মজনু মিয়া

চর্ম রূপে মুগ্ধ হয়ে
হইছে সর্বনাশ
এখন আমার কাঁনতে কাঁনতে
কাটে বারোমাস।

রূপের ঝলক দেখাই আমার
চোখে লাগায় ধা ধা
রূপের আগুন পুড়ছে আমায়
এখন সাজছি গাধা।

রূপের কদর তারাই জানে
রূপে গুণে গুণ যার
নয়ত রূপের চোরা আগুন
পুড়বে হৃদয় মন তার।

রূপ থাকুক গুণের রূপ সেই তো
ভালো জীবন চলায়
গুণ ছাড়া রূপ জীবন নাশে
হাতে টিকেট ধরায় !

তোমার আঙুল - মোহমন্ত্র – মাহবুবা করিম

তোমার আঙুল লিফলেট
তোমার আঙুল রাইফেল
তোমার আঙুল বিষের ছুরি
তোমার আঙুল চৌদ্দশিকের জেল

যে তোমার আঙুল ছুঁয়েছে -সে নির্ঘাত মরেছে
জনমের মত মরেছে , অকালে মরেছে -

যে তোমার আঙুল ছুঁয়েছে -করাতে কেটেছে -আগুনে পুড়েছে -প্রেমে মরেছে , সত্য।

কবি - মনজুর মুর্শিদ

কবি মঞ্চের মই বেয়ে উপরে উঠে এলেন . .
কালো ফ্রেমের চশমাটি রাখলেন টেবিলে
যে চশমায় স্বাধীনতার স্বপ্ন আঁকা . .
”ভায়েরা আমার ” তার বজ্রকন্ঠ ধ্বনিত হলো . .
কেপে উঠলো কলরেডির মাইক্রোফোন . .
লক্ষ জনতার বুকের স্পন্দনে কম্পিত হলো
সেই জাদুকরী শব্দ সম্মোহন …
তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা …. .
শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হলো সমগ্র বাংলা . .
পহাড়ের মত ঐক্যবদ্ধ হলো জনতা . .
বিচলিত ঘাতকের দল মার্চের কালো রাতে
মেতে উঠলো নারকীয় হত্যাযজ্ঞে . .
কবি কে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হলো শত্রু শিবিরে .
বেতার থেকে প্রতিধ্বনিত হলো স্বাধীনতার ঘোষণা . .
বেজে উঠলো মুক্তিযুদ্ধের দামামা . .
তার পর শুধু রক্ত আর রক্ত . .
ত্রিশ লক্ষ শহীদ আর লক্ষ বীরঙ্গার রক্ত
অতঃপর তোমার জাদুকরী আঙুলের ছোয়ায়
জেগে উঠলো সবুজ ব -দ্বীপ …
এক প্রসব কাল সময় চক্রে জন্ম নিল বাংলাদেশ …. .
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কুয়াচ্ছন্ন রাত্রি শেষে .
তোমার জন্মশত বর্ষের আগমনী ঘন্টা শুনি
মহাকালের খেরো খাতায় …
শুধু আর একবার ফিরে আসো কবি

তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলায় ...

বেলাশেষে - পিযুষ কান্তি দাস

বেলা শেষে বুকের বা'পাঁজরে ঠিকই
নিদারুণ একটা ব্যথা অনুভব করি,
ভুলে যাওয়ার হাজার গান গাওয়ার পরও -
আনমনে, ক্ষণে ক্ষণে, তাকেই ভেবে মরি!

ভুলে যাওয়ার নিখুঁত অভিনয়টা সে করতে পারলেও -
এই আমি অভিনয়ে হতে পারিনি পাঁকা,
স্মৃতিভরা সেই মধুর দিনগুলো স্মরণ করে -
করেই নীরব - যন্ত্রণায় আজ বেঁচে থাকা।

এ যন্ত্রণার বহ্নিশিখায় জ্বলে পুড়ে,
পরে থাকি স্মৃতির রঙিন খাতা খুলে,
স্বপ্নগুলো আজ দিবস - রাত্রিজুড়ে
বাঁদুর ঝোলার মতোই রয়েছে ঝুলে।